যুগান্তর

তারিখ 6 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৮

পিলখানার ৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১ হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া অনিশ্চিত

বিডিআর সদর দফতরে ভিড় : তল্লাশি চলছে

যুগান্তর রিপোর্ট

অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বিডিআর সদর দফতরের ভেতর ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া। বৃহস্পতিবার, পিলখানা বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকরা সদর দফতরে এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এ সময় অনেক শিক্ষার্থীও ভিড় করে সদর দফতরের সামনে। সদর দফতরের সামনে মঙ্গলবারও ছিল বিডিআর সদস্যদের উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজনদের ভিড়। ঘটনার ৯ দিন পর বৃহস্পতিবারও সদর দফতরের বিভিন্ন স্থানে নতুন লাশ এবং অস্ত্র-বিস্ফোরকের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিডিআর সদর দফতরের মূল গেটের সামনে আসেন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শিক্ষা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

শিক্ষা : প্রতিষ্ঠান

(১৬ পৃষ্ঠার পর) রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহীনা পারভীন। তার সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সোবাহের আলম, আয়েশা মনোয়ারা, ইয়াসমিন আরা, হোসনে আরা মোস্তাফিজসহ আরও বেশ কয়েকজন আসেন। অধ্যক্ষ জানান, ঘটনার দিন বার্ষিক দরবার উপলক্ষে কলেজ বন্ধ ছিল। ঘটনার সময় তিনি দরবার হলের বিপরীতে কলেজ কোয়ার্টারে ছিলেন। সকাল ৯টার দিকে হঠাৎ করেই গুলির শব্দ শুনতে পান। এরপর গোলাগুলি বাড়তে থাকে। পরদিন সকালে কলেজ কোয়ার্টারের অন্য সহকর্মীদের নিয়ে তিনি ডেইরি ফার্মের পাশে পুকুরের পাশ দিয়ে ওয়াল টপকে পালিয়ে আসেন। এরপর আর ভেতরের খবর তারা জানতে পারেননি। তিনি বলেন, তারা যেদিন পালিয়ে আসেন ওইদিন অনেকের হাতে অস্ত্র দেখেছেন। তবে শিক্ষক পরিচয় দেওয়ার পর তাঁদের কেউ কিছু বলেনি। উল্টো তারা বের হয়ে যেতে সহায়তা করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পিলখানা সদর দফতরে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজ ছাড়াও বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্কুল এন্ড কলেজ, বীরউত্তম ফজলুর রহমান স্কুল এবং একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহীনা পারভীন বলেন, বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের প্রতিষ্ঠানসহ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ৪ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার কথা। স্কুল বন্ধ থাকায় প্রথম সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন মূল্যায়ন পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা হয় তাদের প্রতিষ্ঠানে। আগামী এপ্রিলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম হয়েছে। বীরউত্তম ফজলুর রহমান স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র মোহসীন জানায়, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেখাপড়া বন্ধ আছে। যত দ্রুত সম্ভব স্কুল খুলে দেয়ার দাবি জানায় মোহসীন।

গত কয়েকদিনের মতো বৃহস্পতিবারও পিলখানায় সদর দফতরের সামনে বিডিআর সদস্যের আত্মীয়স্বজনদের অপেক্ষার প্রহর গুনতে দেখা যায়। ফরিদপুর থেকে এসেছেন সৈনিক আবুল মুনসুরের স্ত্রী জায়েদা। ঘটনার পর থেকে তিনি তার স্বামীর কোন খোঁজ পাননি। ২৫ ফেব্রুয়ারি গোলাগুলি শুরু হলে তার স্বামী তাকে ফোন করে ঘটনা জানিয়েছিল। এরপর থেকে আর কোন খবর নেই। ঘটনার দু'দিন পর দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তিনি ঢাকায় এসেছেন। মেয়ে জামাই বিডিআরের সৈনিক আলমগীরের খবর নিতে পিলখানা সদর দফতরের সামনে দু'দিন ধরে অপেক্ষা করছেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার তোরাব আলী। কিন্তু কেউ তাদের কথা শুনছে না।

ডিজির বাসার মালির লাশ শনাক্ত

ঘটনার ৯ দিন অতিক্রান্ত হলেও পিলখানা সদর দফতরে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবারও পিলখানার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা। কিন্তু নতুন করে কোন লাশ উদ্ধার হয়নি। তবে বৃহস্পতিবার মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে রাখা অজ্ঞাত যুবকের পরিচয় মিলেছে। নিহত যুবক ফিরোজ বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের বাসার মালি। ফিরোজের বাবা মৃত আবদুস সালাম। গ্রামের বাড়ি রংপুরের কোতোয়ালি থানা এলাকায়। ৪ বছর ধরে সে বিডিআর মহাপরিচালকের বাসায় কাজ করত। বৃহস্পতিবার তার খালাতো বোন কল্পনা ফিরোজের লাশ শনাক্ত করেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে হাজারীবাগের ৬/সি শেরেবাংলা রোডে ৫ তলা বাড়ির কার্নিশ থেকে পুলিশ চাইনিজ রাইফেলের ৩৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।